আজকের কাগজ

তারিখ 17 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

26

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের শিক্ষার কথা উঠলেই প্রথমে এমন একটি চিত্র আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে যার দৃশ্যগুলো সুখকর নয়। সঙ্কোচন ও বৈষম্য আক্রান্ত সমাজ প্রেক্ষাপটে শিক্ষাও ঐ দ্বিবিধ অব্যবস্থার শিকার। এছাড়া অশান্ত-সন্ত্রাসীত পরিস্থিতি তো আছেই। দেশের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনগুলোর কোনোটাই সন্ত্রাস মুক্ত নয়; নিম্ন শিক্ষাঙ্গনগুলো সন্ত্রাস আক্রান্ত না হলেও নানা অব্যবস্থায় আক্রান্ত। গড়পড়তা মানের অধিকাংশ শিক্ষাঙ্গনেই আধুনিক যুগপোযোগী শিক্ষার পরিবেশ অনুপস্থিত।

সাম্প্রতিককালে সুখের কথা এই যে, অন্ততঃ পক্ষে সরকারি উচ্চতর পর্যায়ে থেকে শিক্ষার প্রসারের কথা বলা হচ্ছে; দেশ পরিচালকরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ অশিক্ষা এবং সে জন্যে নিম্নতর পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্যে কতিপয় পদক্ষেপ নিতেও দেখা যাচ্ছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ইত্যকার কর্মসূচি গ্রহণ করতেও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু মূল ব্যাপার যা শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা দূরকরণের ব্যবস্থা নিতে দেখা যাচ্ছ না। এ ব্যবস্থা নিতে হলে রাজনৈতিক- প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে যা সামাজিক প্রতিবন্ধকগুলোকে দূর করে সমাজকে শিক্ষামুখী করে তোলে। আমাদের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে আমাদের সমাজ শিক্ষা বা প্রগতিমুখী নয় বরং অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আমাদের এই সংকট উত্তোরণের জন্যে একণে প্রয়োজন-সামাজিকভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনের। আর রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা ছাড়া এ পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।

দীর্ঘদিন আমাদের সমাজ স্বৈরতন্ত্রী শাসন কবলিত থাকায় এবং ধর্মের নামে বহু কুসংস্কারের প্রসার ঘটায় মানুষের জীবনমানের প্রচণ্ড পরাগতি সাধিত হয়েছে। এ কারণে উন্নয়ন ছাড়া এবং সামাজিক প্রগতি ছাড়া শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্য বিমোচন কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে শিক্ষার প্রসার এবং সে শিক্ষাকে আধুনিক মানসম্পন্ন হতে হবে। কিন্তু শিক্ষার প্রসারের নামে অপশিক্ষা, কুশিক্ষা প্রসার সমাজ যন্ত্রণাকেই বরং আরও বেগবান করে তুলবে- এ জন্যে যথাযোগ্য দৃষ্টিদান জরুরি।

গণতন্ত্র যদি সমাজ জীবনে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার না ঘটাতে পারে তাহলে সে গণতন্ত্র সামাজিক প্রগতি বয়ে আনতে পারে না। আমলাতান্ত্রিক নিগড়ে আক্রান্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা কখনই মানবিক যুগোপযোগী জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। এছাড়া মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আক্রান্ত যে শিক্ষা ব্যবস্থা বৈধ এবং অবৈধ দ্বিবিধভাবে বিদ্যমান তাতে করে সামাজিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয় বরং তা সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধিকারক হিসেবেই বেশি অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত তাই অনেকটাই জটিলতায় আক্রান্ত। যদি সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটাতেই হয় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে শিক্ষার বিস্তার করতে হয় তাহলে শিক্ষাকে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা দিতে হবে। বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমেই কেবল এই সমাজ পরিবর্তনসূচক ঘটনা সংঘটিত করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যে ব্যবস্থাধীনে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে সে ব্যবস্থায় শিক্ষার প্রকৃত প্রসার ঘটবে না, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পুরোটাই আমলাতন্ত্র ও টাউটদের ভাগাভাগির মধ্যে গিয়ে বিনাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের জন্যে গণতান্ত্রিক সরকারকে অবিলম্বে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করতে হবে এবং সমাজকে আধুনিক শিক্ষামুখী করার জন্যে সন্ত্রাসসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধক গুলোকে দূর করতে হবে।